দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 8 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষায় অভিভাবকদের দায়িত্ব

জন্মগ্রহণ করার পর মানুষকে উপযুক্তভাবে গড়ে ওঠার জন্য সবার আগে যা প্রয়োজন তা হলো হলো শিক্ষা। তাই মানুষের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কথা জেনেও অনেকেই শিক্ষার প্রতি উদাসীন থাকে। ব্যক্তিগত, সামাজিক বা যে কোন ধরনের উন্নতির জন্যই চাই শিক্ষা। বর্তমান সভ্য সমাজ শিক্ষা ব্যতীত সব কিছুই অচল।

জ্ঞানের আলো হৃদয়ে প্রবেশ না করলে মানুষের মনের কুসংস্কার দূর হয় না। এই কুসংস্কারই উন্নতির পথে বাধা। অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা যে শোচনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও প্রাথমিক শিক্ষাকে আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার প্রচেষ্টা চলছে তথাপি উপযুক্ত শিক্ষক, আসবাবপত্র ও যথার্থ পরিচালনার অভাবে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার অবনতি ঘটেছে।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরীর প্রথম সোপান। কাজেই এর সুব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ জন লোক এখনো নিরক্ষর। অশিক্ষিত অন্ধের মতো। ভালো মন্দ বুঝার ও বিবেচনার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ও উন্নতির চাবিকাঠি। শুধু সরকারের চেষ্টায় শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতি হতে পারে না। চাই সকল মানুষের সচেতনতা ও আগ্রহ।

অভিভাবকদের এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো দরকার।

পরিবার মানব জীবনে সব চাইতে বড় শিক্ষা কেন্দ্র। আর মাতা-পিতা মানুষের সব চাইতে বড় শিক্ষক। পরিবারেই মানুষের জীবনের প্রথম উন্মেষ এবং এখানেই তার ভবিষ্যত জীবনের সূচনা। এখানে তার চরিত্র যেভাবে গঠিত হবে, ভবিষ্যত জীবনে তাই-ই বড়ো হয়ে দেখা দেবে। মাতা-পিতা যদি শিক্ষিত হন তবে গৃহশিক্ষক রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। গৃহশিক্ষক রাখার সুফল ও কুফল দুই-ই আছে। বিদ্যালয়ের ভালোভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে যত্ন নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিলে গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। অভাবের তাড়নায় অনেক শিক্ষকই গৃহশিক্ষকতা করে থাকেন। যার জন্য বিদ্যালয়ে তাঁদের রীতিমত পড়ানোর ক্ষমতা ও উৎসাহ কমে যায়।

যেনতেনভাবে অনেক শিক্ষক বিদ্যালয়ে সময় কাটান। এ জন্য অনেক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাসের ফলাফল আশাব্যঞ্জক হয় না। এতে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের পক্ষে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। যারা ফেল করে তাদের মধ্যে অনেকেই পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। একইভাবে মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটে থাকে ছাত্র-ছাত্রীদের ফেল করার জন্য শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরাও দায়ী কম নন। অভিভাবকদের কাছে ছেলেমেয়েরা বেশী সময় থাকে। তাঁরা যদি সজাগ থাকেন তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি তবে ছেলেমেয়েরা ভালো রেজাল্ট করবে, এ আশা অবশ্যই করা যায়।

—এম এ, শহীদ